BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

www.BDeBooks.Com

ভূতের বাচ্চা কটকটি

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

পার্ল পাবলিকেশন্স

www.BDeBooks.Com

দ্বিতীয় মুদ্রণ : একুশে বইমেলা ২০১১
প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা ২০১১

গ্রন্থস্বত্ব : প্রফেসর ইয়াসমীন হক

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
সব্যসাচী মিস্ত্রি

ওঝইঘ : ৯৮৪-৭০১৬২-০১০৮-০

পার্ল পাবলিকেশন্স ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে হাসান জায়েদী
কর্তৃক প্রকাশিত এবং মৌমিতা প্রিন্টার্স, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস : সৃজনী ৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১০০.০০

www.BDeBooks.Com

Vooter Baccha Kotkoty by Muhammed Zafar Iqbal, Published by Hassan Zaidi, Pearl Publications,
38/2 Banglabazar, Dhaka-1100, First Published : February 2011, Price : 100 Tk. Only
e-mail : pearl_publications@yahoo.com
website : www.allaboutbangladesh.com

টিটন আর মিলি বিকেলবেলা হাঁটতে বের হয়েছে। তাদের বাসার সামনে একটা নদী। সেই নদীর তীর ধরে হেঁটে গেলে পাওয়া যায় একটা জঙ্গল। সেই জঙ্গলের ভেতরে আছে একটা পোড়োবাড়ি। টিটন বলল, "চল মিলি, আজকে আমরা ঐ বাড়িটার ভিতরে যাই। গিয়ে দেখি সেখানে কী আছে।"

www.BDeBooks.Com

মিলি বলল, “আমার ভয় করে। যদি বাড়িটার ভেতরে ভূত থাকে?”

টিটন বলল, “ভয়ের কিছু নেই। এই দেখ আমি এই ব্যাগটার ভিতরে নিয়েছি একটা টর্চ-লাইট। ভূত কাছে এলেই আমি এই টর্চ-লাইট জ্বালিয়ে দেব। তখন ভূত পালিয়ে যাবে।”

www.BDeBooks.Com

মিলি বলল, “তোমার ব্যাগের ভিতরে আর কী আছে?”

www.BDeBooks.Com

টিটন বলল, "খিদে লাগলে খাওয়ার জন্যে আছে দুটো পেয়ারা। যদি বৃষ্টি হয় সেজন্যে আছে একটা ছোট ছাতা। একটা পানির বোতলে আছে পানি। আর আছে কয়েকটা কাগজ আর কলম।"

মিলি বলল, "ঠিক আছে। চলো তাহলে যাই।"

তখন টিটন আর মিলি নদীর তীর ধরে ধরে হেঁটে জঙ্গলটার কাছে গেল। জঙ্গলের ভেতর ঢুকে তারা আরো একটু সামনে গিয়ে দেখল সেই পোড়োবাড়ি। বাড়িটা ভেঙেচুরে গেছে। দেওয়ালের ভেতর দিয়ে গাছ বের হয়েছে। দরজা জানালা নেই।

টিটন আর মিলি পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকল। ভিতরে অন্ধকার। তখন টিটন তার ব্যাগ থেকে টর্চ-লাইটটা বের করে হাতে নেয়। সামনে একটা ভাঙা সিঁড়ি। তারা সেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠল। কোথাও কিছু নেই। মিলি বলল, "দেখা হয়েছে। এখন চল বাসায় যাই।"

টিটন বলল, "আমি ভেবেছিলাম একটা দুইটা ভূত থাকবে। কিছুই নেই।"

মিলি বলল, "না। কিছুই নেই। চল বাসায় যাই।"

টিটন তখন গলা উঁচিয়ে বলল, "এই বাসায় কী কেউ আছে?"

তখন তারা শুনতে পেল কে যেন বলল, "না। নাই। এই বাসায় কেউ নাই।"

টিটন আর মিলি তখন চমকে উঠল। মিলি ভয় পেয়ে বলল, "কে কথা বলে?"

তারা আবার শুনতে পেল, কে যেন বলল, "কেউ কথা বলে না। এখানে কেউ নাই।"

মিলি ফিস ফিস করে বলল, "নিশ্চয়ই ভূত! আমার ভয় করছে, চল বাসায় যাই।"

www.BDeBooks.Com

টিটন বলল, "আমি কখনো ভূত দেখিনি। এই ভূতটাকে দেখে যাই।"

মিলি জিজ্ঞেস করল, "কেমন করে দেখবে?"

টিটন বলল, "আমি ভূতটাকে ডাকব।"

টিটন তখন ডাকল, বলল, "তুমি কে কথা বলছ? আমাদের সামনে এস। আমরা তোমাকে দেখতে চাই।"

"আমাকে ব্যথা দেবে না তো?"

"না।"

"আমাকে ভয় দেখাবে না তো?"

"না।"

"আমাকে খামচি দেবে না তো?"

"না।"

"আমাকে কাতুকুতু দেবে না তো?"

"না। আমরা তোমাকে কিচ্ছু করব না। আমরা শুধু তোমাকে দেখব।"

"ঠিক আছে আমি তাহলে আসছি।"

তখন টিটন আর মিলি দেখল, দেওয়ালের ফুটো থেকে হাঁচড় পাঁচড় করে সবুজ রঙের একটা ভূতের বাচ্চা বের হয়ে এল। ভালো করে দেখার জন্যে টিটন যেই তার টর্চ-লাইটটা জ্বালিয়েছে অমনি ভূতের বাচ্চা দুই হাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করে উঠল, "ও বাবাগো! ও মাগো! আমাকে মেরে ফেললো গো!"

টিটন তাড়াতাড়ি টর্চ-লাইটটা নিভিয়ে ফেলে বলল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে তোমার?"

www.BDeBooks.Com

ভূতের বাচ্চা দুই হাতে চোখ ঢেকে চিৎকার করতে থাকে, লাফ দিতে থাকে আর কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, "এখন আমার কী হবে গো! আমার কী সর্বনাশ হল গো! আমি এখন কোথায় যাব গো!"

টিটন ভয় পেয়ে বলল, "কী হয়েছে বল।"

ভূতের বাচ্চা চোখ থেকে হাত সরিয়ে পিট পিট করে তাকিয়ে বলল, "তুমি বলেছিলে তুমি আমাকে ব্যথা দেবে না। এখন তুমি বন্দুক দিয়ে আমার চোখে গুলি করেছ। হায় হায় গো!"

"এটা বন্দুক না। এটা হচ্ছে টর্চ-লাইট।"

"টর্চ-লাইট বন্দুক থেকেও খারাপ। এখন আমি চোখ দিয়ে কোনো কিছু দেখব না।"

"কোনো কিছু দেখবে না?"

"না।" ভূতের বাচ্চা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি তোমাকে দেখব না। তোমার পাশে যে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখব না। মেয়েটা যে চুলে লাল ফিতা দিয়ে বেঁধেছে সেটা দেখব না। তোমার পিঠের ব্যাগটাকে দেখব না। ঐ যে বাইরে পাখিটা উড়ে গেল সেইটাও দেখব না..."

"কিন্তু তুমি তো সবগুলি দেখছ। দেখে দেখে বলছ।"

ভূতের বাচ্চা কান্না থামিয়ে বলল, "দেখে দেখে বলছি?"

"হ্যাঁ।"

"তার মানে আমার চোখ নষ্ট হয়ে যায় নাই?"

"না।"

ভূতের বাচ্চা তখন পিট পিট করে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিকই তো বলছ! আমি আসলে দেখতে পাচ্ছি। যাক বাবা বাঁচা গেল। আমি যা ভয় পেয়েছিলাম।"

টিটন বলল, "আমরাও ভয় পেয়েছিলাম।"

www.BDeBooks.Com

তারপর তারা একজন আরেকজনকে ভালো করে দেখল। ভূতের বাচ্চার সাইজ প্রায় তাদের সমান। কানদুটো অনেক বড়। গায়ের রং হালকা সবুজ। পেটটা গোল, হাত-পাগুলো সরু সরু। দেখে ঠিক ভয় লাগে না, কেমন যেন হাসি পায়। কিন্তু টিটন আর মিলি হাসল না।

ভূতের বাচ্চা অবাক হয়ে বলল, "হায় খোদা! তোমাদের শিং কোথায়?"

"শিং? শিং কেন থাকবে?"

"সবার শিং থাকে। এই দেখ আমার আছে।"

টিটন আর মিলি দেখল ভূতের বাচ্চার মাথা থেকে দুটো ছোট ছোট শিং বের হয়ে আছে।

মিলি বলল, "সবার শিং থাকে না। শুধু তৃণভোজী প্রাণীদের..."

ভূতের বাচ্চা মিলিকে থামিয়ে দিয়ে ছোট একটা লাফ দিয়ে চিৎকার করে বলল, "সবার শিং থাকে। থাকে থাকে থাকে। তোমাদের নাই সেই জন্যে তোমরা স্বীকার করছ না।"

www.BDeBooks.Com

www.BDeBooks.Com

মিলিও তখন গলা উঁচিয়ে বলল, "থাকে না। মানুষের শিং নাই। বানরের শিং নাই। পাখিদের শিং নাই। বাঘ, সিংহ, কুকুর, বিড়ালের শিং নাই, সাপ ব্যাঙের শিং নাই..."

ভূতের বাচ্চা তখন কানে হাত দিয়ে বলল, "হয়েছে হয়েছে মানলাম, তোমার কথা মানলাম। তোমায় এতো জোরে জোরে চিৎকার করে কথা বলতে হবে না।"

মিলি বলল, "আমি মোটেও জোরে জোরে কথা বলছি না।"

"বলছ কিন্তু শুনতে পাচ্ছ না। কারণ শোনার জন্যে দরকার হয় কান। তোমাদের কান নাই।"

"কে বলেছে কান নেই?" মিলি তখন তার কান দুটো দেখিয়ে বলল, "এই যে আমার কান।"

"ও মা! এতো ছোট?" ভূতের বাচ্চা তখন চোখ বন্ধ করে তার পেটে হাত দিয়ে খিক খিক করে হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে সে ভাসতে থাকে, ভাসতে ভাসতে সে একেবারে বাসার ছাদে পৌঁছে যায়। একটু পরে সে হাসি থামিয়ে বাসার ছাদে দুই পা দিয়ে উল্টো হয়ে দাঁড়াল। তারপর এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, "তোমরা কোথায়?"

টিটন বলল, "এই যে আমরা এখানে।"

গলার স্বর শুনে ভূতের বাচ্চা তাদের দিকে তাকাল, তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, "ও মা! তোমরা ওখানে উল্টা হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

টিটন বলল, "আমরা মোটেও উল্টা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। আমরা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তুমি উল্টা হয়ে দাঁড়িয়ে আছ তাই তোমার মনে হচ্ছে আমরা উল্টা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।"

ভূতের বাচ্চা ভাসতে ভাসতে নেমে এসে বলল, "ও আচ্ছা তাই নাকি। আজব ব্যাপার।"

www.BDeBooks.Com

ভূতের বাচ্চা টিটন আর মিলিকে খুটিয়ে খুটিয়ে পরীক্ষা করে বলল, "এতো ছোট ছোট কান দিয়ে তোমরা শুনতে পাও?"

"পাই।"

"ঐ যে পিঁপড়াটা যাচ্ছে তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছ?"

মিলি আর টিটন একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাল। মিলি বলল, "পিঁপড়ার পায়ের শব্দ?"

"হ্যাঁ।" ভূতের বাচ্চা বলল, "আর ঐ যে ঘাসফড়িংটা হাঁচি দিল সেটা শুনেছ?"

টিটন মাথা নাড়ল, বলল, "না শুনিনি। আমরা ওগুলো আসলে শুনতে পাই না। আমরা শুধু একজনের কথা আরেকজন শুনতে পাই।"

ভূতের বাচ্চা গম্ভীর মুখে বলল, "কেমন করে শুনবে? কান এতো ছোট হলে কিছু শোনা যায় নাকি?"

মিলি জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী?"

"আমার নাম কটকটি।"

"কটকটি?" মিলি অনেক কষ্ট করে তার হাসি চেপে রাখল।

ভূতের বাচ্চা মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। আমার ছোট ভাইয়ের নাম খটখটি।"

টিটন বলল, "তার পরের জন গটগটি?"

কটকটি খুব অবাক হয়ে বলল, "তুমি কেমন করে জানলে? আমি তো তোমাকে তার নাম বলি নাই।"

টিটন বলল, "না বললেও আমরা অনুমান করতে পারি।"

মিলি বলল, "হ্যাঁ। যেমন এর পরের জনের নাম হবে ঘটঘটি।"

কটকটি চোখ বড় বড় করে বলল, "ঠিক বলেছ! কী আশ্চর্য! কী আজব। এখন বুঝতে পেরেছি কেন সবাই বলে মানুষের বাচ্চা থেকে সাবধান। তাদের মাথাভর্তি বুদ্ধি! এতো বুদ্ধি নিয়ে তোমরা কী কর?"

টিটন বলল, "আসলে আমাদের বুদ্ধি খুব বেশি না।"

কটকটি ভুরু কুচকে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের নাম কী?"

www.BDeBooks.Com

"আমার নাম টিটন।" টিটন মিলিকে দেখিয়ে বলল, "আর এর নাম মিলি।"

"টিটন? মিলি? এগুলো আবার কারো নাম হয় নাকি?" ভূতের বাচ্চা কটকটি আবার চোখ বন্ধ করে খিক খিক করে হাসতে থাকে, হাসতে হাসতে ভাসতে ভাসতে আবার সে উড়ে যাচ্ছিল, টিটন তখন সাহস করে তাকে ধরে নামিয়ে আনল।

একটু পরে হাসি থামিয়ে চোখ মুছে ভূতের বাচ্চা কটকটি বলল, "আজব। খুবই আজব। মানুষের বাচ্চারা বড়ই আজব।"

টিটন কিছু বলল না। সেও যে বলতে পারে ভূতের বাচ্চারা খুবই আজব সেটা সে আর কটকটিকে জানাল না।

ঠিক তখন বাইরে দিয়ে একটা পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। ভূতের বাচ্চা কটকটি তখন বলল, "বাইরের আলো কমে আসছে– চল এখন আমরা বাইরে গিয়ে খেলি।"

মিলি বলল, "আলো কমে আসা মানে সন্ধ্যে হওয়া। সন্ধ্যে হলে আমাদের বাসায় ফিরে আসতে হয়।"

কটকটি অবাক হয়ে বলল, "সন্ধ্যে বেলা তোমাদের বাসায় ফিরতে হয়? আমরা সন্ধ্যাবেলা বাসা থেকে বের হই। যখন অন্ধকার হয় তখন আমরা খেলি।"

"কী খেল?"

"আমরা যারা ছোট তারা গাবগাছ ঝাঁকাই। পাখির বাচ্চাদের ভয় দেখাই। যারা বড় তারা গ্রামে যায় শহরে যায়। মানুষের বাচ্চাদের ভয় দেখায়।"

"মানুষের বাচ্চাদের ভয় দেখায়?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন করে?"

"অনেক রকম নিয়ম আছে। তোমাদের বলা যাবে না। শুনলে তোমরা ভয় পাবে।"

মিলি টিটনকে বলল, "এখন আমাদের বাসায় যেতে হবে। দেরি হলে আব্বু আম্মু চিন্তা করবে।"

টিটন বলল, "হ্যাঁ। বাসায় যেতে হবে।"

www.BDeBooks.Com

কটকটি বলল, "আরো একটু থাকো। আমরা কয়েকটা গাবগাছকে ঝাঁকাই।"

টিটন বলল, "উঁহ। দেরি হয়ে যাচ্ছে, বাসায় যেতে হবে।"

টিটন আর মিলি তখন সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল, কটকটি তাদের সাথে সাথে ভাসতে ভাসতে নামতে থাকে। নামতে নামতে বলল, "তোমাদের বাসায় কী কী আছে?"

www.BDeBooks.Com

মিলি বলল, “আব্বু আছে আম্মু আছে। কাল্লু নামে ছোট একটা বিড়াল আছে।”

www.BDeBooks.Com

"টিকটিকি নাই? পিঁপড়া নাই? তেলাপোকা নাই?"

"আছে নিশ্চয়ই আছে। এগুলো তো সব বাসাতেই থাকে।"

"আর কী আছে?"

"বই আছে। টেলিভিশন আছে।"

"গাবগাছ নাই?"

"না।"

কটকটি অবাক হয়ে বলল, "তাহলে তোমরা কোথায় বসে খাও?"

"আমরা ডাইনিং টেবিলে চেয়ারে বসে খাই।"

"সেটা আবার কী রকম?"

"তুমি কখনো চেয়ার টেবিল দেখ নাই?"

"না।"

"টেলিভিশন দেখ নাই?"

"না।"

"বই, বইয়ের শেলফ দেখ নাই?"

"না।" কটকটি চোখ বড় বড় করে বলল, "আমাকে দেখাবে?"

টিটন বলল, "যদি তুমি কোনোদিন আমাদের বাসায় আস তাহলে দেখতে পাবে।"

"তোমাদের বাসায়?"

"হ্যাঁ।"

"কেউ খামচি দেবে না তো?"

"না দেবে না।"

"ভয় দেখাবে না তো?"

"না ভয় দেখাবে না– কিন্তু তুমি যদি কোনোকিছু দেখে ভয় পাও তাহলে তো আমাদের কিছু করার নেই।"

ভূতের বাচ্চা কটকটি মুখ গম্ভীর করে বলল, "আমি কোনোকিছুকে ভয় পাই না।"

"তাহলে তো ভালো।"

www.BDeBooks.Com

কটকটি বলল, "তাহলে তুমি কী আমাকে নিয়ে যাবে তোমাদের বাসায়?"

টিটন মিলির দিকে তাকাল, মিলি টিটনের দিকে তাকাল। তারপর দুইজন একসাথে বলল, "চল যাই।"

তখন ওরা তিনজন একসাথে রওনা দেয়। টিটন আর মিলি হেঁটে হেঁটে, কটকটি তাদের পাশাপাশি ভেসে ভেসে উড়ে উড়ে।

জঙ্গলটা পার হয়েই যখন তারা নদীর তীরে এল তখন তারা দেখতে পেল নদীর তীর ধরে কয়জন মানুষ আসছে। মিলি বলল, "সর্বনাশ!"

কটকটি বলল, "কী হয়েছে?"

"ঐ যে কয়জন মানুষ আসছে তারা তোমাকে দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার শুরু করবে?"

"কেন ভয় পেয়ে চিৎকার শুরু করবে? তোমরা তো আমাকে দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার শুরু কর নাই।"

টিটন বলল, "আমরা তো ছোট! ছোটরা কখনো কোনো কিছু দেখে ভয় পায় না। চিৎকার করে না। বড়রা একটা কিছু অন্যরকম দেখলেই ভয় পায়। চিৎকার করে।"

কটকটি জিজ্ঞেস করল, "তাহলে আমি কী করব?"

টিটন মাথা চুলকে বলল, "ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"আমি কী তোমার ব্যাগটাতে ঢুকে যাব?"

টিটন অবাক হয়ে বলল, "তুমি এতো ছোট ব্যাগে ঢুকে যেতে পারবে?"

কটকটি দাঁত বের করে হেসে বলল, "আমি হচ্ছি ভূতের বাচ্চা। আমি যে কোনো জায়গায় ঢুকে যেতে পারি।"

তখন সে সুড়ুৎ করে টিটনের ব্যাগের ভিতর ঢুকে গেল, টিটন টেরও পেল না। শুধু শুনতে পেল কটকটি ফিসফিস করে বলছে, "তোমার ব্যাগের ভিতরে খাবার গুলি কী আমি খেতে পারি?"

টিটনের মনে পড়ল খিদে লাগলে খাবার জন্যে সে দুটো পেয়ারা এনেছিল। সেগুলো খাওয়া হয় নি। টিটন বলল, "হ্যাঁ খেতে পার।"

www.BDeBooks.Com

কটকটি ব্যাগের ভেতরে বসে কচমচ কচমচ করে খাওয়া শুরু করল।

বাসায় পৌঁছে টিটন ব্যাগটা সাবধানে তার ঘরে রেখে ফিসফিস করে কটকটিকে বলল, "কটকটি, তুমি আগেই ব্যাগ থেকে বের হয়ো না।"

"কেন?"

"আমার আব্বু আম্মু তো তোমাকে আগে কখনো দেখেন নি– হঠাৎ করে দেখলে ভয় পেতে পারেন। তাই আমি আগে তাদেরকে তোমার কথা বলে নিই। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

"ব্যাগের ভেতরে তোমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো?"

"নাহ্! কটকটি বলল, "আমি বসে আরাম করে খাচ্ছি।"

"ঠিক আছে খেতে থাক।"

তখন টিটন আর মিলি গেল তাদের আব্বু আম্মুর কাছে। আম্মু টেলিভিশনে খবর দেখছেন, আব্বু তার ড্রয়ারে কী জানি খুঁজছেন। টিটনকে দেখে আব্বু বললেন, "টিটন, আমি টর্চ লাইট খুঁজছি। তুই কী দেখেছিস?"

"হ্যাঁ আব্বু। আমার ব্যাগের ভিতরে আছে। কী করবে টর্চ লাইট দিয়ে?"

"বাসার ছাদে এন্টেনার কানেকশানটা ছুটে গেছে, একটু দেখতে হবে।"

আম্মু তখন টিটন আর মিলির দিকে তাকালেন, বললেন, "কী হল? তোদের চেহারা এমন ভূতের মতো লাগছে কেন? মুখে কালি ঝুলি। শরীরে মাটি কাদা। কোথায় গিয়েছিলি?"

টিটন বলল, "নদীর তীর ধরে জঙ্গল পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছি।"

মিলি বলল, "সেই জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে দেখি একটা পোড়োবাড়ি।"

www.BDeBooks.Com

টিটন বলল, "সেই পোড়োবাড়িতে ঢুকে আমরা কী দেখেছি শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে!"

আম্মু বললেন, "সেই গল্প একটু পরে শোনা যাবে। এখন দুজনেই বাথরুমে ঢোক। খুব ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে নে।"

টিটন আর মিলি তখন তার আম্মুকে কটকটির কথা বলতে পারল না। বাথরুমে ঢুকে হাত মুখ ধোয়া শুরু করতে হল।

www.BDeBooks.Com

আব্বু তখন টিটনের ঘরে গেলেন তার ব্যাগ থেকে টর্চ লাইটটা বের করতে। যেই ব্যাগটা ধরেছেন অমনি সেটা এক লাফ দিয়ে সামনে চলে

www.BDeBooks.Com

গেল। আব্বু অবাক হয়ে ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটু পরে আবার ব্যাগটা ধরতে গেলেন তখন ব্যাগটা আবার একটা লাফ দিয়ে আরো সামনে চলে গেল। আব্বু তখন অবাক হয়ে বললেন, "আরে! কী হচ্ছে এখানে?"

আম্মু পাশের ঘর থেকে বললেন, "কী হচ্ছে?"

আব্বু বললেন, "অবাক ব্যাপার। আমি যেই টিটনের ব্যাগটা ধরতে যাই, অমনি ব্যাগটা দেয় এক লাফ!"

আম্মু তখন দেখতে এলেন, বললেন, "একটা ব্যাগ কখনো লাফ দিতে পারে না!"

আব্বু বললেন, "আমার কথা বিশ্বাস না করলে তুমি ব্যাগটা ধরার চেষ্টা কর।"

তখন আম্মু ব্যাগটা ধরতে গেলেন আর সাথে সাথে ব্যাগটা জোরে লাফ দিয়ে সরে গেল। তখন আব্বু আর আম্মু দুই পাশ থেকে ব্যাগটাকে ধরার চেষ্টা করতে লাগলেন আর ব্যাগটাও ব্যাঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে সরে যেতে লাগল।

ঠিক তখন টিটন আর মিলি বাথরুম থেকে বের হয়ে এসেছে, তারা অবাক হয়ে দেখল আব্বু আর আম্মু ব্যাগটা ধরার চেষ্টা করছেন আর ব্যাগটা ব্যাঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে সরে যাচ্ছে।

আব্বু বললেন, "টিটন, তোর ব্যাগটা ধরার চেষ্টা করতেই সেটা লাফ দিচ্ছে। ব্যাপারটা কী?"

টিটন বলল, "আমরা তো সেটাই তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি, তোমরা সেটা শুনতে চাচ্ছ না।"

আম্মু বললেন, "কী ব্যাপার বল।"

টিটন আর মিলি তখন পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল। শুনে আব্বু আর আম্মু চোখ কপালে তুলে বললেন, "কী আশ্চর্য! সত্যিকার ভূতের বাচ্চা?"

"হ্যাঁ। সত্যিকার ভূতের বাচ্চা।"

আব্বু বললেন, "আহা বেচারা। কতক্ষণ ব্যাগের ভিতর আটকা পড়ে আছে। নিশ্চয়ই গরমে সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।"

www.BDeBooks.Com

আম্মু বললেন, "কতক্ষণ কিছু খায় নি। হয়তো খিদে পেয়েছে। ওকে বের হয়ে আসতে বল।"

আম্মুর কথা শেষ হবার আগেই কটকটি তিড়িং করে ব্যাগের ভিতর থেকে বের হয়ে এল। তাকে দেখে আব্বু আর আম্মু প্রথমে একটু চমকে উঠলেন তাদের একটু ভয় ভয়ও করল। কিন্তু কটকটি যখন কথা বলতে শুরু করল তখন তাদের ভয় কেটে গেল।

আব্বু বললেন, "বাবা, তোমার ব্যাগের ভিতরে বসে থাকতে কষ্ট হয়নি তো?"

কটকটি বলল, "আমার কোনো কষ্ট হয় নাই।"

আম্মু বললেন, "তোমার খিদে পায়নি তো?"

কটকটি বলল, "আমার খিদে পেয়েছিল কিন্তু ব্যাগের ভিতরে অনেক খাবার ছিল আমি সেগুলো খেয়েছি, তাই এখন আর খিদে নাই।"

আম্মু জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাগের ভিতর কী খাবার ছিল?"

কটকটি বলল, "আমি তো নাম জানি না। লম্বা মতোন! ভিতরে দুইটা বিচি, পুরোটা শেষ হয় নাই। এই যে এইটা-" বলে কটকটি ব্যাগের ভিতর থেকে টর্চ-লাইটটা বের করে আনল। সে টর্চ-লাইটের অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছে, ভিতরের ব্যাটারিগুলোকে মনে করেছে বিচি।

আম্মু চোখ কপালে তুলে বললেন, "সর্বনাশ! তুমি টর্চ-লাইট খেয়ে ফেলেছ? এখন যদি পেট ব্যথা করে?"

কটকটি দাঁত বের করে হেসে বলল, "আমার কখনো পেট ব্যথা করে না। আমি গাছ, পাথর, আকাশের মেঘ, চাঁদের জোছনা সব কিছু খেতে পারি!"

কটকটি সোফাসেট, টেলিভিশন আর বইয়ের শেলফ দেখিয়ে বলল, "আমার খিদে লাগলে এগুলোও খেয়ে ফেলতে পারব।"

আম্মু বললেন, "তোমার এগুলো খাওয়ার দরকার নেই। তোমার যখন খিদে পাবে আমাকে বল। আমি তোমাকে ঠিক খাবার দেব।"

কটকটি খুশি হয়ে বলল, "ঠিক আছে।"

www.BDeBooks.Com

টিটন আর মিলি তখন কটকটিকে সারা বাসা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল। কটকটি যেটাই দেখে সেটা দেখেই অবাক হয়, তবে সবচেয়ে বেশি অবাক হলো সিলিং ফ্যান দেখে। আনন্দে চিৎকার করে বলল, "ঘূর্ণিদোলা!"

টিটন বলল, "না। এটা সিলিং ফ্যান। বাতাস খেতে হলে এটা চালানো হয়।"

কটকটি মাথা নেড়ে বলল, "না! এটা ঘূর্ণিদোলা। এটার ওপর বসতে হয় আর চরকির মতো ঘুরতে হয়। অনেক মজা।"

টিটন আর মিলি মাথা নেড়ে বলল, "এটা মোটেও ঘূর্ণিদোলা নয়। এখানে কেউ বসে না।"

"আমি বসি।" বলে টিটন আর মিলি কিছু করার আগেই কটকটি লাফ দিয়ে ফ্যানের উপর বসে পড়ল। ফ্যান সাঁই সাঁই করে ঘুরছে ফ্যানের পাখা ধরে কটকটিও সাঁই সাঁই করে ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে সে চিৎকার করতে লাগল, "ও বাবাগো ও মা গো! বাঁচাও বাঁচাও!"

টিটন দৌড়ে গিয়ে ফ্যানের সুইচ বন্ধ করে দিল, আস্তে আস্তে যখন ফ্যানটা থেমে গেল তখন কটকটি ফ্যানের পাখা থেকে নেমে এল। তার তখন জিব বের হয়ে গেছে আর মাথা ঘুরছে। অনেকক্ষণ লাগল তার ঠিক হতে।

ফ্যান থেকেও বড় বিপদ হলো যখন সে প্রথম টেলিভিশনটা দেখল। তখন সেখানে একটা সিনেমা হচ্ছে। সেই সিনেমায় দুইজন ডাকাত সিনেমার নায়ককে একটা গাছের সাথে বেঁধে লাঠি দিয়ে মারছে। সেটা দেখে কটকটি চিৎকার করে বলল, "এই যে ভাই, আপনারা ওকে মারছেন কেন?"

মিলি হি হি করে হেসে কটকটিকে বলল, "এটা টেলিভিশন। এটা সত্যি না। এখানে সিনেমা দেখাচ্ছে।"

কটকটি মিলির কথা শুনল না, সে আরো রেগে বলল, "ভালো হবে না কিন্তু! মারবেন না। এখনি থামেন। যদি না থামেন তাহলে কিন্তু ভালো হবে না।"

www.BDeBooks.Com

সিনেমার দৃশ্যে ডাকাতরা থামল না, তারা নায়ককে মারতেই থাকল। তখন কেউ কিছু বোঝার আগেই কটকটি এক লাফ দিয়ে টেলিভিশনের ভিতরে ঢুকে গেল।

BDeBooks.com

www.BDeBooks.Com

www.BDeBooks.Com

মিলি আর টিটন অবাক হয়ে দেখল কটকটি টেলিভিশনের ভিতরে ডাকাত দুজনের সাথে মারপিট শুরু করেছে। চিৎকার চেঁচামেচি ধুমধাম শব্দ শুনে কানে তালা লেগে যাবার অবস্থা।

আব্বু আর আম্মু ছুটে এলেন, জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে? কী হয়েছে?"

মিলি বলল, "কটকটি টেলিভিশনের ভিতর ঢুকে ডাকাতদের সাথে মারপিট করছে। ডাকাতেরা তাকে আচ্ছা মতোন পেটাচ্ছে।"

আব্বু বললেন, "সর্বনাশ! এখন কী করা যায়?"

টিটন বলল, "চ্যানেল বদলে দিই!"

সে দৌড়ে চ্যানেল বদলে দিতেই সেটা হয়ে গেল ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল। সেই চ্যানেলে তখন দেখাচ্ছিল একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। সেই বাঘটা কটকটিকে দেখে তার ওপর লাফিয়ে পড়ল, কটকটি তখন চিৎকার করে বলল, "ও বাবা গো! খেয়ে ফেলল গো!"

টিটন তাড়াতাড়ি চ্যানেল বদলে দিল। এই চ্যানেলে ছিল মশা মারার বিজ্ঞাপন। একজন মহিলা হাতে মশা মারার ওষুধ নিয়ে সেটা কটকটির মুখের মাঝে স্প্রে করে দিল। কটকটি তখন কাশতে কাশতে হাঁচি দিতে দিতে টেলিভিশন থেকে বের হয়ে এল। আম্মু তখন কটকটিকে বাথরুমে নিয়ে সাবান দিয়ে তার মুখ ধুইয়ে দিলেন। বললেন, "অনেক হয়েছে, এখন একটু শান্ত হয়ে বস। টিটন আর মিলি এখন পড়তে বসবে। তুমি ওদের সাথে পড়।"

পড়ার কথা শুনে কটকটির খুশি দেখে কে! সে আনন্দে চিৎকার করে বলল, "পড়ব। আমি পড়ব।"

লেখাপড়ায় কটকটির আগ্রহ দেখে আম্মুও খুব খুশি হলেন।

টিটন আর মিলি যখন বই বের করে পড়তে বসছে তখন কটকটি জিজ্ঞেস করল, "তোমরা পড়বে না?"

www.BDeBooks.Com

"হ্যাঁ পড়ব।" মিলি বলল, "সে জন্যেই তো আমরা বই বের করে টেবিলে বসছি।"

কটকটি বলল, "আমি আগে পড়ি?"

"ঠিক আছে, পড়।" বলে মিলি কটকটির দিকে একটা বই এগিয়ে দিল। কটকটি বইটা না নিয়ে এক লাফে একেবারে ছাদে উঠে গেল। তারপর দুই হাত পা ছড়িয়ে সেখান থেকে ধড়াম করে টিটন আর মিলির পড়ার টেবিলে এসে পড়ল। এত জোরে পড়ল যে পড়ার টেবিল গেল উল্টে। বই খাতা গেল ছিটকে আর কলম পেন্সিল গেল উড়ে। শব্দ শুনে পাশের ঘর থেকে আব্বু আম্মু ছুটে এলেন, জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে? কী হয়েছে?"

টেবিলের তলা থেকে টিটন বের হতে হতে বলল, "কিছু হয় নি। কটকটি পড়ছে।"

আম্মু অবাক হয়ে বললেন, "পড়লে কী এতো জোরে শব্দ হয়?"

মিলি মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "বই তো পড়ছে না! কটকটি উপর থেকে ধড়াম করে পড়ছে!"

কটকটি দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, "আমি আরো উঁচু থেকে আরো জোরে পড়তে পারি। দেখাব তোমাদের?"

টিটন হাত তুলে বলল, "না না। দেখাতে হবে না।"

কটকটি মুখ ভার করে বলল, "কেন দেখাতে হবে না? তোমাদের তো পড়তে কেউ না করে না। আমাকে কেন না করছ?"

টিটন বলল, "আমরা তো আর তোমার মতো করে পড়ি না! আমরা বই পড়ি।"

"বই পড়া তো আরো সোজা!" কটকটিকে থামানোর আগেই সে কয়েকটা বই হাতে নিয়ে উপরে ছুড়ে দিল। বইগুলি যখন ওলট-পালট খেয়ে নিচে এসে পড়ল তখন কটকটি বলল, "এই যে, এটা হচ্ছে বই পড়া।"

www.BDeBooks.Com

টিটন মুখ শক্ত করে বলল, "এটা মোটেও বই পড়া না। বই পড়ে এভাবে–।" বলে সে একটা বই নিয়ে কয়েক লাইন পড়ে শোনাল।

কটকটি টিটনের দিকে তাকিয়ে বলল, "এটা তো আরো সোজা। আমিও পারি।"

"পড় দেখি।"

কটকটি তখন একটা বই হাতে নিল, কোনটা উল্টো কোনটা সোজা সে জানে না তাই সে বইটা ধরল উল্টো করে তারপর খানিকক্ষণ বইয়ের লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আঁকানো বাঁকানো প্যাঁচানো প্যাঁচানো ইকড়ি মিকড়ি ছোট ছোট কালা কালা বিন্দি বিন্দি লেখা..."

টিটন বলল, "মোটেও এগুলো বইয়ে লেখা নেই।"

কটকটি বলল, "আছে।"

"নেই।"

কটকটি তখন বইয়ের লেখাগুলো দেখিয়ে বলল, "এই দেখো, বইয়ের মাঝে আঁকানো বাঁকানো প্যাঁচানো প্যাঁচানো ইকড়ি মিকড়ি ছোট ছোট কালা কালা বিন্দি বিন্দি লেখা।"

টিটন হেসে বলল, "তুমি তো পড়তে জান না তাই তোমার কাছে মনে হচ্ছে আঁকানো বাঁকানো প্যাঁচানো প্যাঁচানো কালা কালা বিন্দি বিন্দি লেখা। এগুলি আসলে একটা একটা অক্ষর, আর অক্ষর দিয়ে হচ্ছে লেখা।"

কটকটি বলল, "কী আজব ব্যাপার!"

টিটন বলল, "মোটেও আজব না! তোমরা ভূতেরা লেখাপড়া কর না? তোমাদের স্কুল নাই?"

"থাকবে না কেন? একশোবার আছে।"

"সেই স্কুলে তোমরা কী শেখো?"

www.BDeBooks.Com

কটকটি গম্ভীর হয়ে বলল, "আমরা গাবগাছে বসে থাকা শিখি। গাবগাছ ঝাঁকানো শিখি। নিচে কেউ থাকলে গাছের উপর থেকে তার উপর হিসি করা শিখি।"

মিলি হাসি চেপে রেখে বলল, "আর কী শিখ?"

"বাতাসের মাঝে ডিগবাজী দেওয়া শিখি। নাকি সুরে কথা বলা শিখি। অমাবশ্যার রাতে আকাশে উড়তে শিখি।"

"আর?"

"চাকুম চুকুম করে চাঁদের আলো খাওয়া শিখি। ছোট বাচ্চাদের ভয় দেখানো শিখি।"

www.BDeBooks.Com

www.BDeBooks.Com

টিটন বলল, "কী বললে? তোমরা ছোট বাচ্চাদের ভয় দেখাতে শিখ?"

"হ্যাঁ। শিখি।"

মিলি বলল, "তার মানে তুমি আমাদের ভয় দেখাতে পারবে।"

"একটু একটু পারব।"

"দেখাও দেখি।"

কটকটি তখন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে মিলি আর টিটনকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করল, দেখে মিলি আর টিটনের একটুও ভয় লাগল না বরং তাদের হাসি পেয়ে গেল। কিন্তু দুজনেই ভান করল যে তারা ভয় পেয়েছে।

কটকটি বলল, "এখনো ভালো করে শিখি নাই। যখন আরো বড় হব তখন আরো ভালো করে শিখাবে।"

টিটন জানতে চাইল, "কী কী শিখাবে?"

"নাক দিয়ে ধোঁয়া বের করা। মুখ দিয়ে আগুন বের করা। মাথা কেটে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এইসব।"

মিলি চোখ কপালে তুলে বলল, "তুমি মাথা কেটে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে? সর্বনাশ!"

টিটন বলল, "কোনো দরকার নেই। পরে কাটা মাথা জোড়া লাগাতে পারবে না তখন সারাজীবন মাথাটা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে।"

মিলি বলল, "আরো ভয়ঙ্কর হবে যদি তোমার কাটা মাথাটা হারিয়ে ফেল! তখন সারাজীবন মাথা ছাড়া থাকতে হবে। কিছু দেখতে পাবে না, শুনতে পারবে না, খেতে পারবে না!"

টিটন আর মিলির কথা শুনে কটকটির খুব চিন্তা হলো। ভয় দেখানো শিখতে গিয়ে এরকম বিপদ হতে পারে সে কখনো চিন্তা করে নি।

আরেকটু রাত হলে আম্মু সবাইকে খেতে ডাকলেন। ডাইনিং টেবিলে আরেকটা চেয়ার লাগিয়ে সেখানে কটকটিকে বসতে দেওয়া হয়েছে। আম্মু তার প্লেটে ভাত দিলেন, বেগুন ভাজা দিলেন। কটকটি ভাত বেগুন ভাজা সহ পুরো প্লেট কচকচ করে খেয়ে ফেলল।

www.BDeBooks.Com

মিলি বলল, "কটকটি! তুমি প্লেটটা কেন খাচ্ছ? প্লেটের উপরে যেটা দেয়া হবে সেটা খাবে। প্লেটটা কেন খাচ্ছ?"

আম্মু বললেন, "মিলি, তুই কেন কটকটিকে ডিস্টার্ব করছিস? ওর যেভাবে খেতে ইচ্ছে করে সেভাবে খেতে হয় না।"

কটকটি তখন একটা চায়ের চামচ আর গ্লাশটা কচকচ করে খেয়ে ফেলল। টিটন বলল, "কটকটি, চামচ দিয়ে খেতে হয়, চামচটা খেতে হয় না। গ্লাসে করে পানি খাবে গ্লাসটা খাবে না।"

আম্মু তখন টিটনকে ধমক দিয়ে বললেন, "টিটন, তুই কটকটিকে তার মতো করে খেতে দে।" তারপর কটকটির মাথায় হাত দিয়ে আদর করে বললেন, "বাবা কটকটি, তোমার যেভাবে খেতে ইচ্ছে করে সেভাবে খাও। তুমি ওদের কথা শুনো না।"

তখন কথা নাই বার্তা নাই হঠাৎ করে কটকটি হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। আম্মু অবাক হয়ে বললেন, "কী হয়েছে বাবা, তুমি কাঁদছ কেন?"

কটকটি কথার উত্তর না দিয়ে ডাইনিং টেবিলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। তার চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়ে ডাইনিং টেবিলটা রীতিমতো ভিজে যায়।

টিটন আর মিলি কটকটির পাশে দাঁড়িয়ে বলল, "কী হল তোমার? কেন কাঁদছ?"

কটকটি তখন কান্না থামিয়ে বলল, তোমার আম্মুর কথা শুনে হঠাৎ আমার মায়ের কথা মনে পড়েছে। আমি মায়ের কাছে যাব!" তারপর আবার কাঁদতে শুরু করে।

আব্বু বললেন, "এই ব্যাপার? কটকটি, তোমার কাঁদার কোনো দরকার নাই। চল আমরা তোমাকে তোমার মায়ের কাছে দিয়ে আসি।"

"সত্যি দিয়ে আসবে?"

"হ্যাঁ সত্যি দিয়ে আসব।"

"চল তাহলে।"

www.BDeBooks.Com

www.BDeBooks.Com

www.BDeBooks.Com

সেই রাত্রিবেলা আব্বু তখন কটকটিকে নিয়ে বের হলেন। টিটন আর মিলিও তাদের সাথে রওনা দিল।

বাইরে অন্ধকার, শুধু নক্ষত্রের একটু আলো। নদীর তীর ধরে তারা জঙ্গলের দিকে হাঁটতে থাকে। কটকটি তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

জঙ্গলের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর তারা শুনতে পেলো সেখানে কে যেন ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে। মিলি বলল, "এতো রাতে কে কাঁদে?"

কটকটি বলল, "আমার মা। আমাকে খুঁজে না পেয়ে কাঁদছে।"

আব্বু বললেন, "আহা বেচারী! তাড়াতাড়ি চল।"

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তারা হেঁটে হেঁটে পোড়োবাড়িটার কাছে পৌঁছালো। আবছা অন্ধকারে দেখতে পেল বারান্দায় বসে সাদা শাড়ি পরা একজন ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। নিশ্চয়ই কটকটির মা।

কটকটি তখন এক দৌড়ে তার মায়ের কাছে ছুটে গেল। টিটন, মিলি আর তার আব্বু দেখলেন কটকটির মা তার বাচ্চাকে বুকে চেপে ধরেছে। ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নাটা বন্ধ হয়ে গেল। একটু পরে তারা শুনতে পেল কটকটি খিল খিল করে হাসছে।

টিটন আর মিলি আব্বুর পাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভূতের বাচ্চার হাসি শুনতে লাগল। আজকে সারাদিনে তারা দেখেছে ভূতের বাচ্চা কটকটি অনেক কিছু করতে পারে, কিন্তু সে যে এতো সুন্দর করে হাসতে পারে সেটা তারা কোনোদিন চিন্তাও করেনি!

BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com